গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের
কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রধানত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু ও বাংলাদেশে ভ্রমনেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে থাকে। ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাপনা তথা এয়ারপোর্ট ও চেক পোস্টের মাধ্যমে গমনাগমন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এ অধিদপ্তর পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের অন্যতম প্রধান রাজস্ব আয়কারী প্রতিষ্ঠান । রাজস্ব আয় ছাড়াও পাসপোর্ট ইস্যুর মাধ্যমে বিদেশ গমন সহজীকরণের ফলে বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহও তরান্বিত হচ্ছে । এ অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটন শিল্পের ক্রম উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । বিদেশে কর্মসংস্থান ছাড়াও সরকারের নানামুখী উন্নয়ন সহায়ক নীতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে এদেশের নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এ সমস্ত কারণে সারা দেশে পাসপোর্টের চাহিদাও অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জনগণের ক্রমবর্ধমান পাসপোর্টের চাহিদার প্রেক্ষিতে পাসপোর্ট সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং সেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সরকারের ভিশন '২১ বাস্তবায়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্রমবিকাশ:

১৯৬২ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৬২ সালে পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ঢাকায় মাত্র একটি পাসপোর্ট অফিস থেকে সমগ্র বাংলাদেশে পাসপোর্ট প্রার্থীদের পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম শুরু করে।

১৯৭৩ পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে পরিদপ্তর থেকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে। জোনাল কার্যালয় ঢাকার অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনায় মোট পাঁচটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।

১৯৮১ রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল-এ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আরও ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়।

১৯৮২ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটির রিপোর্টে অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট জনবল উল্লেখ করা হয়- ৩২৪ জন।

১৯৯৮ নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোরে জনবলসহ আরও নতুন ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। একই সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা'য় অন এ্যারাইভাল ভিসা প্রদানের জন্য একটি ভিসা সেল সৃজন করা হয়। এতে অধিদপ্তরের জনবল দাঁড়ায় ৩৭০ জন।

২০০১ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজনের মাধ্যমে মোট অফিসের সংখ্যা হয় ১৬ টি এবং জনবল হয় ৩৯৭ জন।

২০১০ সরকার আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর মানদন্ড অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর উদ্যোগ নেয়। ২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসের আওতায় ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও উত্তরা, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাঁও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাংগাইল, বগুড়া, ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় মোট ১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও যশোর ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল-এর অতিরিক্ত ৬টি ভিসা সেল (বেনাপোল স্থলবন্দর, শাহআমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, এমএজি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, আখাউড়া স্থলবন্দর, টেকনাফ সমুদ্রবন্দর) এবং সোনা মসজিদ (শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), বুড়িমারী (পাটগ্রাম, লালমনিরহাট), হিলি (হাকিমপুর, দিনাজপুর), বিবির বাজার (কুমিল্লা), বিলোনিয়া (মজুমদারহাট, পরশুরাম, ফেনী), তামাবিল (গোয়াইনঘাট, সিলেট), ভোমরা (সাতক্ষীরা), দর্শনা (দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা), বাংলাবান্ধা (তেতুলিয়া, পঞ্চগড়) মোট ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। উপরোক্ত অফিসগুলোতে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও ২৮৮ জন জনবল বৃদ্ধি করা হয়।

২০১১ পাসপোর্ট সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০১১ সালে সারা দেশে আরও ৩৩ টি জেলায়-গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, লক্ষীপুর, নাটোর, নওগাঁ,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা ও বরগুনায় জনবলসহ ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। এর মাধ্যমে ৭টি ভিসা সেল ও ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টসহ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট অফিসের সংখ্যা হয় ৮৬টি এবং মোট জনবল দাঁড়ায় ১১৮৪ জন। এই ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজনের মাধ্যমে দেশের সকল জেলায় অর্থ্যাৎ ৬৪টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে উপরোক্ত ভিসা সেল এবং ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

২০১৬ -২০১৭ জনগণকে কাঙ্খিত পাসপোর্ট সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকায় অতিরিক্ত ৪টি পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তৎমধ্যে পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয় ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করা হয় । অবশিষ্ট দুটি অফিস; পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র- ঢাকা পশ্চিম অঞ্চল, পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র- ঢাকা পূর্ব অঞ্চল চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করা এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভিসা প্রদান, ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্ট সমূহে ই-গেইট (e-Gate) প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ ।

কার্যাবলি (Functions):

১. বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্ডিনারী/অফিসিয়াল /ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
২. বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;
৩. বিদেশি নাগরিকদের অন এরাইভাল ভিসা প্রদান;
৪. বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত বিদেশি নাগরিকদের নো ভিসা প্রদান;
৫. সার্ক ভিসা এক্সাম্পশন স্টিকার প্রদান;
৬. কালো তালিকা সংরক্ষণ;
৭. ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;
৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
৯. এমআরপি পার্সোনালাইজড করে দেশে ও বিদেশস্থ মিশনসমূহে সরবরাহকরণ;
১০. পাসপোর্ট বুকলেট ও ভিসা স্টিকার ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করা;
১১. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি আবেদন ফরম, ভিসা স্টিকার ও ট্রাভেল পারমিট সরবরাহকরণ;
১২. বিদেশিদের পরিচিতি সনদ (Certificate of Identify) প্রদান;
১৩. বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন অনুমতি (Route Change Permit) দেওয়া;
১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের Consular Wing এর কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়সাধন করা;
১৫. পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারের হালনাগাদ নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি মিশনগুলোকে অবহিত করা;
১৬. সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া;
১৭. ফেসবুকের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা প্রদান;
১৮. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।

এক নজরে
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের
সাংগঠনিক কাঠামো

প্রধান কার্যালয়

১.পার্সোনালাইজেশন সেন্টার
২. ডাটা সেন্টার
৩.ডিজেস্টার রিকভারি সেন্টার

৭ টি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস	৬০ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস
১.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা। ২.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট। ৩.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, মনসুরাবাদ,চট্টগ্রাম। ৪.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা। ৫.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর। ৬.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী। ৭.বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশাল।	কুমিল্লা, চান্দগাঁও, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, যশোর, যাত্রাবাড়ি, উত্তরা, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, ঝিনাইদাহ, মাগুরা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, গাইবান্ধা, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ও বান্দরবান।

৪ টি নবসৃষ্ট পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র
১.পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট; ২.পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ঢাকা পশ্চিম অঞ্চল; ৩.পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ঢাকা পূর্ব অঞ্চল; ৪.পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ঢাকা সচিবালয়।

৭ টি ভিসা সেল	৯ টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্ট
১.হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা ২.শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম; ৩.এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট; ৪.চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম; ৫. বেনাপোল স্থল বন্দর, যশোর; ৬.আখাউড়া স্থল বন্দর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ৭.টেকনাফ সমুদ্র বন্দর, কক্সবাজার।	১.সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ২.বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট; ৩.হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর; ৪.বিবিরবাজার, কুমিল্লা; ৫.বিলোনিয়া, মজুমদারহাট, পরশুরাম,ফেনী; ৬.তামাবিল, গোয়াইনঘাট, সিলেট; ৭.ভোমরা, সাতক্ষীরা; ৮.দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা; ৯.বাংলাবন্ধা, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।

জনবল:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবলের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ	মন্তব্য
১	প্রথম শ্রেণি	১৩৩	৮২	৫১	
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪৭	৩১	১৬	
৩	তৃতীয় শ্রেণি	৬৮৩	৬৪৪	৩৯	
৪	চতুর্থ শ্রেণি	৩২১	২৯৭	০১	মৃত্যু/পদত্যাগ/অপসারণ/ পদোন্নতি/অবসরজনিত কারণে মোট ২৩টি পদ বিলুপ্ত
৫	মোট	১১৮৪	১০৫৪	১০৭	

অধিদপ্তরের সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে পর্যাপ্ত জনবলসহ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

নির্ধারিত সময়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন প্রতিবেদন :

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭ (Target/ Criteria Value for FY 2016-2017)	অর্জন (achievement)
১. সহজ ও দ্রুততম উপায়ে পাসপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশ গমনাগমন সহজীকরণ	[১.১] নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণ	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ে তদন্তে প্রেরণকৃত আবেদন	সংখ্যা	১০	১৬৯০০০০	১৬৭৮৫৭৭
		[১.১.২] নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদন	সংখ্যা	১০	১৬৮৫০০০	১৬৪২২৭১
		[১.১.৩] নির্ধারিত সময়ে AFIS অনুমোদনকৃত আবেদন	সংখ্যা	১০	৩৩৩০০০০	৩১৮১৫৩৮
		[১.১.৪] নির্ধারিত সময়ে ডেমোগ্রাফিক তথ্য যাচাইকৃত আবেদন	সংখ্যা	৮	৩৩৬০০০০	৩২৪৬২৯২
		[১.১.৫] নির্ধারিত সময়ে সেন্ট্রাল রি-ইস্যু ইনভেস্টিভেশন সম্পন্নকৃত আবেদন	সংখ্যা	৬	২১০০০০	১১৯৩৯৫
		[১.১.৬] NOC যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত আবেদন	সংখ্যা	৬	৬৬৫০০০	৫৯৩৯১২
	[১.২] নির্ধারিত সময়ে পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট গ্রাহকের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	[১.২.১] নির্ধারিত সময়ে ডাকবিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অফিসে হস্তান্তরকৃত পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট	সংখ্যা	১০	৩২০০০০০	৩২৭৫৯৫৮
২. বিদেশিদের বাংলাদেশে অবস্থান ও গমনাগমন সহজীকরণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ও দেশত্যাগের অনুমতি প্রদান	[২.১] নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণ ও দেশত্যাগের অনুমতি প্রদান	[২.১.১] নির্ধারিত সময়ে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত এমআরভি অথবা দেশত্যাগের অনুমতি	সংখ্যা	২০	৫১০০০	১৫৬৬৮০

এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট):

এসডিজি অর্থ্যাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে অধিদপ্তর সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে:

লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ : পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬: সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৯: ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১০: জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.ক: আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেসহ সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা ।

উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ই- পাসপোর্ট বাস্তবায়নের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত ৮৩টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত ৫৫টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।

উদ্ভাবন (Innovation) সংক্রান্ত:

অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা গৃহীত ৩টি উদ্যোগ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও পাসপোর্ট তথ্য সহায়তা প্রদানের জন্য হেল্পলাইন চালুকরণ এবং ভিসা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য ই-কিউ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম চালুকরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ইনোভেশন সেশন যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

ক্র.নং	বিষয়	বাস্তবায়ন কার্যকাল	দলনেতা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	অর্জিত ফলাফল	পরিমাপ
০১.	৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া।	২৫ জুন ২০১৬ হতে ০২ এপ্রিল ২০১৭	মহাপরিচালক/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে অনেক কম সময়ে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা পাসপোর্ট পাচ্ছেন। এতে তাদের বিভিন্ন ধরনের হয়রানিও লাঘব হচ্ছে।	৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট বিতরণকৃত।
০২.	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের web based ডাটাবেজ তৈরী।	০১ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ৩১ জানুয়ারী-২০১৭	সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা)	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের web based ডাটাবেজ তৈরীকৃত।
০৩.	অনলাইনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগের আবেদন গ্রহণ।	০৯ মে ২০১৭ হতে ১৬ জুন ২০১৭	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজে ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	অনলাইনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগের আবেদন গ্রহণের জন্য টেলিটকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্র. নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদন্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	পাসপোর্ট আবেদন ফরমে সত্যায়নের বিধান বাতিল করা।	০১ জুলাই ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	জনাব সেলিনা বানু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	জনগণের হয়রানি কমবে এবং দালালের চক্রে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। আবেদনকারী পাসপোর্ট ফরমটি সহজেই পূরণ করে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে।	পাসপোর্ট আবেদন ফরম পূরণ সহজ হবে। জনগণের হয়রানি কমবে এবং দালালের চক্রে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।
২	স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের পুলিশ প্রতিবেদন স্থগিত রেখে এমআরপি প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	০১ জুলাই ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	জনাব সেলিনা বানু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	বাংলাদেশি জাতীয়তা নিশ্চিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে পাসপোর্ট ইস্যু করা সম্ভব হবে।	স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের পুলিশ প্রতিবেদন স্থগিত রেখে এমআরপি প্রদান।
৩	প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ ‘কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন’ ।	০১ জুলাই ২০১৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা, সহকারি পরিচালক, (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা)	আবেদনকারী নির্দিষ্ট ফোন নাম্বারে (হেল্পলাইনে) ফোন করে অথবা E-mail এর মাধ্যমে ‘কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র’ হতে পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে।	সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সহজীকৃত।
৪	ভিসা শাখায় ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল সিস্টেমে ক্রম (Serial) ব্যবস্থাপনা চালু করা (e-Queue Management) ।	০১ জুলাই ২০১৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	জনাব নাদিরা আক্তার উপপরিচালক(ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	ভিসা প্রার্থীদের আবেদন জমা ও ভিসা প্রাপ্তি সহজতর হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন হবে ।	প্রধান কার্যালয়ে ভিসা শাখায় ডিজিটাল সিস্টেমে ক্রম ব্যবস্থাপনা চালুকৃত।

তথ্য অধিকার আইনঃ

সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জনাব মো: আবু সাঈদ এবং আপীল কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এছাড়া সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dip.gov.bd নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হচ্ছে। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হেল্পলাইনের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

GRS(অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা):

অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জনাব মো: আবু সাঈদকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Good Practices(উত্তম চর্চা):

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্তম চর্চা হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সম্মুখ ভাগে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারী ০৫টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়া) এর মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফিস গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাসপোর্ট প্রত্যাশীগণ পাসপোর্ট ফি অন-লাইনের মাধ্যমে উল্লেখিত ব্যাংকসমূহে জমা প্রদান করতে পারছেন। এতে করে পাসপোর্ট আবেদনকারীদের পাসপোর্ট ফি জমাদানের দূর্ভোগ দূর হয়েছে এবং পাসপোর্ট ফি জালিয়াতি রোধ করাও সহজ হয়েছে।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট পেতে দীর্ঘ বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ফেডারেল এক্সপ্রেস গত ২ এপ্রিল ২০১৭খ্রিঃ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে আবেদনকারী নিজেই নির্ভুলভাবে আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে পারছেন।
- পাসপোর্টের আবেদনের স্ট্যাটাস মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে SMS করে আবেদনপত্রের অবস্থান, পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন। তাছাড়া পাসপোর্ট তৈরী হলে সয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারীর মোবাইলে SMS করা হয়।
- প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট প্রার্থীদের অভিযোগ শোনা ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত এক দিন গণশুনানির আয়োজন রাখা হয়েছে।
- দেশের ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মোট ৯২টি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। হেল্প ডেস্ক সমূহ হতে পাসপোর্ট প্রার্থীগণ পাসপোর্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণ করছেন। হেল্পডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পাসপোর্ট আবেদনে সহায়তা করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে এমআরপি এবং এমআরভি এর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। অফিসে না এসেই পাসপোর্ট ও ভিসা প্রার্থীগণ ইন্টারনেট এর মাধ্যমে তাদের আবেদনপত্রের অবস্থান, পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন।
- ২০১৬ সাল থেকে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে; যার মাধ্যমে সেবা প্রার্থীগণ তাদের নিজ নিজ সমস্যাবলী সরাসরি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেন।
- অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসসমূহে মোট ৬৮ টি Facebook page খোলা হয়েছে। Facebook- এর মাধ্যমে জনগণ তাদের সমস্যা ও পরামর্শ কর্তৃপক্ষের নজরে আনছেন এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বের সাথে সেসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। Facebook পেজ এ সিটিজেন চার্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। পাসপোর্ট আবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত নির্দেশাবলীও প্রদর্শন করা হয়েছে। Facebook এর মাধ্যমে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে যা সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
- অসুস্থ, বৃদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের দর্শনীয় স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় শর্ত ও তথ্যাবলী প্রর্দশন করা হচ্ছে।
- সকল অফিসে ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অপেক্ষমানদের জন্য ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
- দাপ্তরিক কাজে উত্তম চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এটি চলমান থাকবে।

২০১৬ সালে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	ছবি	ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	ছবি
১	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট		৮.	জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	
২	জনাব রাজ আহমেদ সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ		৯.	জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা, ঢাকা	
৩.	জনাব বিপুল কুমার গোস্বামী সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়		১০.	জনাব মোঃ আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ফেনী	
৪.	জনাব তারিক সালমান সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া		১১.	জনাব আবু নাইম মোঃ মাসুম সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজার	
৫.	জনাব সিরাজুম মুনিরা সহকারী পরিচালক (ভিসা) প্রধান কার্যালয়		১২.	জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ উপসহকারী পরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চাঁদগাও, চট্টগ্রাম	
৬.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট) প্রধান কার্যালয়		১৩.	জনাব মোঃ মোতালেব হোসেন উপ সহকারী পরিচালক পিএ টু মহাপরিচালক	
৭.	জনাব মোঃ আবজাউল আলম সহকারী পরিচালক বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী		১৪.	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন উপ সহকারী পরিচালক বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা	

২০১৬ সালে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কর্মচারীগণের তালিকা

ক্র. নং	কর্মচারীর নাম	পদবী ও অফিসের নাম
১	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম মজুমদার	একাউন্ট্যান্ট, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
২	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহিন	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট।
৩	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম	এসিস্ট্যান্ট একাউন্ট্যান্ট, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মৌলিভীবাজার।
৫	জনাব ওবায়দুল রহমান	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, মুনসুরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৬	জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন	সার্ট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক,বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭	জনাব আফসানা জাহান	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক,বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮	জনাব রনি সরকার	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯	জনাব সাইফুল ইসলাম	অফিস সহকরী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০	জনাব মোস্তাগীর আলম	সার্ট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১	জনাব শশীভূষণ বিশ্বাস	সার্ট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১২	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ভিসা শাখা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৩	জনাব আমির মোঃ ফেরদৌস	সুপারিনটেনডেন্ট, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪	জনাব মোঃ আলাউদ্দীন	অফিস সহায়ক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস।
১৫	জনাব কাউছার আক্তার	সহকারী হিসাব রক্ষক ,হিসাব শাখা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা	সহকারী হিসাব রক্ষক , হিসাব শাখা, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, শেরপুর।
১৭	জনাব রাবেয়া বসরি	উচ্চমান সহকারী, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যশোর।
১৮	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	অফিস সহকারী, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থানঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সেশন যুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০১৬-২০১৭

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Base line) জুন ২০১৬	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০২	০২	
১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি/ প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা	০০	০২	০০	

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Base line) জুন ২০১৬	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
২. সচেতনতা বৃদ্ধি							
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	সকল শাখা	৮	১২	১২	
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ শাখা	১১২	২০০	১৫৯	
৩.আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার							
৩.১ পাসপোর্ট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন	প্রণীত	সময়	পাসপোর্ট ও পরিকল্পনা অধিশাখা	খসড়া মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	অংশীজনের মতামতের অপেক্ষায়	
৩.২ ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ বাংলায় ভাষান্তর	ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ বাংলায় ভাষায় রূপান্তরিত	সময়	পাসপোর্ট ও পরিকল্পনা অধিশাখা	খসড়া মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ রহিত হওয়ায় ইমিগ্রেশন আইন, ২০১৭ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৩.৩ পাসপোর্ট বিধি, ১৯৭৪ এর পাসপোর্টের মেয়াদ ও সত্যায়ন সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধন	পাসপোর্ট বিধি, ১৯৭৪ এর পাসপোর্টের মেয়াদ ও সত্যায়ন সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধিত	সময়	পাসপোর্ট ও পরিকল্পনা অধিশাখা	মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে । মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিও জারীর অপেক্ষায় রয়েছে।	
৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান							
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা	০০	০৪	৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান	
৫. ই-গভর্ন্যান্স							
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/ এসএমএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	সিস্টেম এনালিস্ট	০০	৪০	সাপোর্ট শাখা, ডাটা সেন্টার হতে দৈনিক গড়ে ২০০ এর অধিক ই-মেইলের মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সম্পর্কিত সমস্যা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে	
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	এ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০৩	০২	
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ	ই-টেন্ডার চালুকৃত	তারিখ	সহকারি পরিচালক, সংস্থাপন	০০	৩০/০৬/২০১৭	৫ জন কর্মকর্তাকে সিপিটিইউতে ই-টেন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী ক্রয় ই-টেন্ডার এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Base line) জুন ২০১৬	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইন সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	প্রোগ্রামার	০০	০২	অধিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনলাইন সেবা চিহ্নিত হলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	
৫.৫ ই- ফাইলিং চালুকরণ	ই- ফাইলিং চালুকৃত	তারিখ	সহকারি পরিচালক, (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ)	০০	২৮/০২/২০১৭	২৮/০২/২০১৭ এর মধ্যে ০৩টি শাখায় ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে	
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ							
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সংখ্যা	ইনোভেশন টিম/ প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা	০০	০৩	০৩ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে	
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ							
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	উপপরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা)	০০	০২	০০	
৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম							
৮.১ নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণ	ইস্যুকৃত এমআরপি	সংখ্যা	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	৩১৪৩৩০১	৩২০০০০০	৩২৭৫৯৫৮	
৮.২ নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণ	ইস্যুকৃত এমআরভি	সংখ্যা	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	৫০৪০৬	৫১০০০	১৫৬৬৮০	
৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম							
৯.১ হয়রানিমুক্তভাবে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক কর্মদিবসের শুরুতে পাসপোর্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজন	আয়োজিত আলোচনা সভা	সংখ্যা	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ)	১০০	১৫০	১৫০	
৯.২ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা	ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম	সংখ্যা	এ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট	২০	১০০	১১০	
১০. বাজেট বরাদ্দ							
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	উপপরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা)	০০	২০০০০০	০০	
১১. পরিবীক্ষণ							
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	০৭/০৪/২০১৪	২০/৩/২০১৭	সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত	

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Base line) জুন ২০১৬	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১১.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	-	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	

২০১৬-২০১৭ সনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ:

১. এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম সম্প্রসারণ:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, ৬৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৭টি ভিসা সেল, ৩৩ টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিস, কেন্দ্রীয় পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৫টি বাংলাদেশ দূতাবাসে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় অতিরিক্তি ৪(চার)টি স্থানে (ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়) ৪(চার)টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অফিস এমআরপি প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশিষ্ট ২টি অফিস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ইস্যু করা হয়েছে ৩২,৭৫,৯৫৮টি। এমআরপি প্রদানের পাশাপাশি বিদেশস্থ মিশনসমূহ হতে মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এমআরভি ইস্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে ১,৫৬,৬৮০টি।

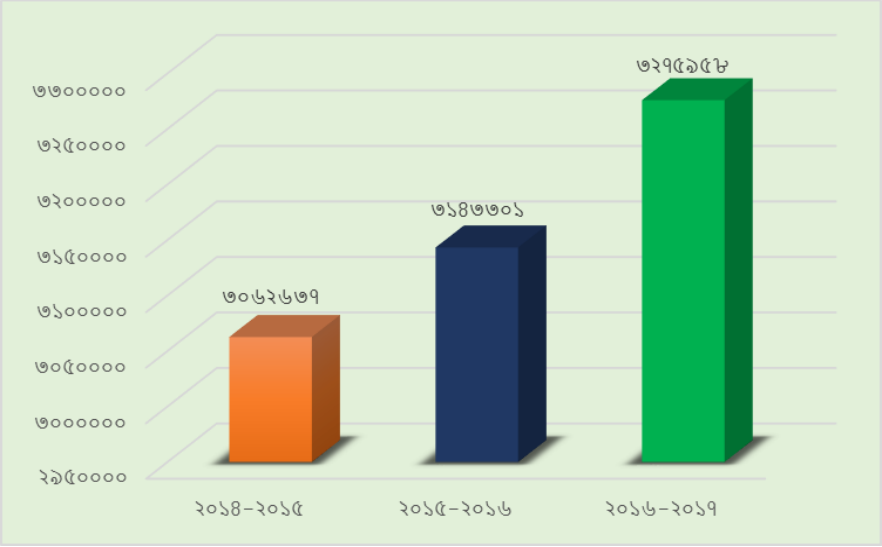

লেখচিত্র (ক): ২০১৬-২০১৭ সালে এমআরপি ইস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

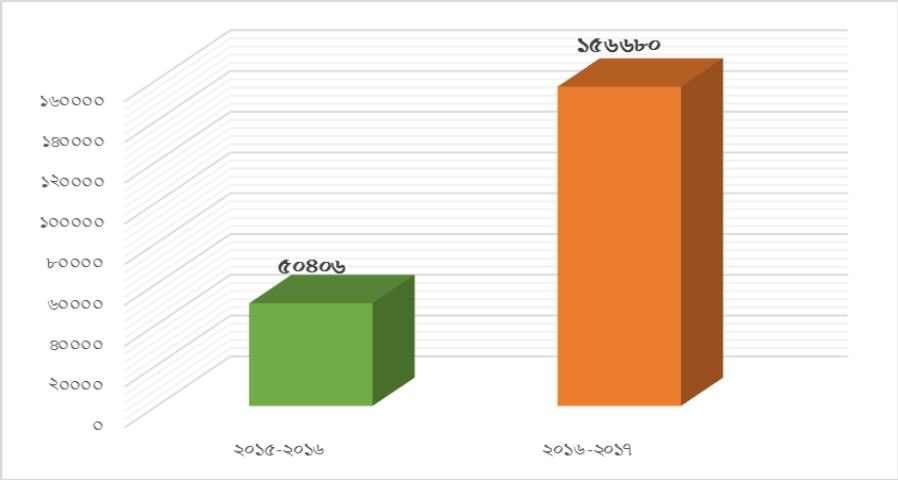

লেখচিত্র (খ): ২০১৬-২০১৭ সালে এমআরভি ইস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

২.অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৯টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭(সতের)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে । আরও ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। ঢাকার উত্তরায় প্রায় ২৮(আটাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ চলছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প:

১. ১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ :

এই প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ, মুনিসগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, চাঁদগাঁও (চট্টগ্রাম), রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ফেনী, বগুড়া, পাবনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, উত্তরা (ঢাকা), যাত্রাবাড়ী(ঢাকা) ও চাঁদপুর জেলায় ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৭।
প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩২০.৫০ লক্ষ টাকা।

১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ (স্থাপত্য নকশা)

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প:

১. পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ:
রাজধানী ঢাকার উত্তরায় ১ বিঘা জমির উপর পূর্ণাঙ্গ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, পাসপোর্ট ওয়্যার হাউজ ও পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কেন্দ্র থাকবে।
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৯।
প্রকল্প ব্যয় : ২৮৮৮.৯০ লক্ষ টাকা।

২. ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মানাধীনঃ
এই প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, ভোলা ও বরগুনা জেলায় মোট ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯।
প্রকল্প ব্যয় : ১০৭৬০.৯৯ লক্ষ টাকা।

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, ঢাকা-এর নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন শেষে বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি কর্তৃক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজারের নবনির্মিত ভবন শুভ উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজারের নবনির্মিত ভবন

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা'র নবনির্মিত ভবন

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি কর্তৃক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা'র নবনির্মিত ভবন শুভ উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চাঁদগাও (পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম) এর নবনির্মিত ভবন শুভ উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চাঁদগাও (পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম) এর নবনির্মিত ভবন

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যাত্রাবাড়ি এর নবনির্মিত ভবন

পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স (টাইপ প্ল্যান)

নির্মাণাধীন পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স

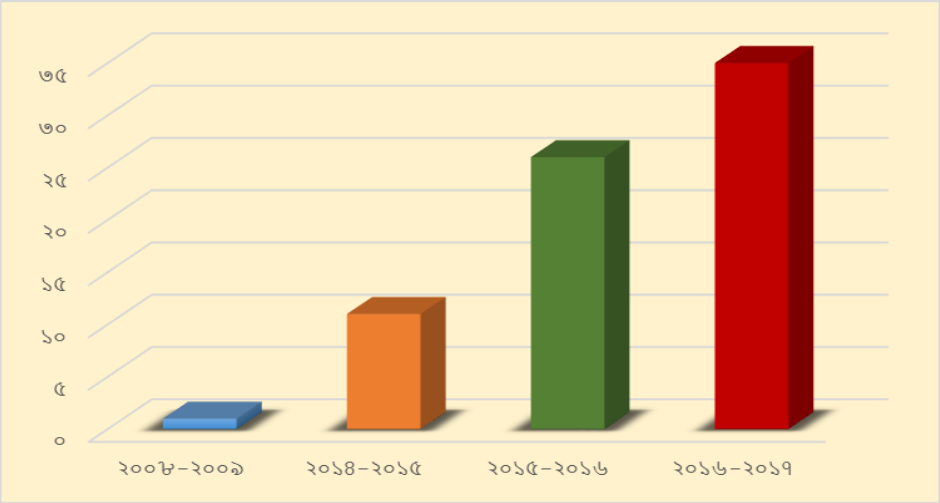

লেখচিত্র (গ): ২০০৮ হতে ২০১৭ সালের মধ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি

৩. ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনঃ

এমআরপি এর উন্নত সংস্করণ ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া DPP প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. AFIS সিস্টেম আপগ্রেডেশন:

AFIS সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও আপগ্রেডেশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর কর্তৃক IRIS JV এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের বিবরণ:

২০১০ এ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসের আওতায় দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল-এর অতিরিক্ত ৬টি ভিসা সেল এবং মোট ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট অফিসের সংখ্যা হয় ৮৬টি এবং মোট জনবল দাড়ায় ১১৮৪ জন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় ৪(চার)টি স্থানে (ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়) ০৪(চার)টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অফিস এমআরপি প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশিষ্ট ২টি অফিস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

পাসপোর্ট অফিস, সচিবালয় শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস উদ্বোধন করছেন মাননীয় সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক, এনডিসি, পিএসসি

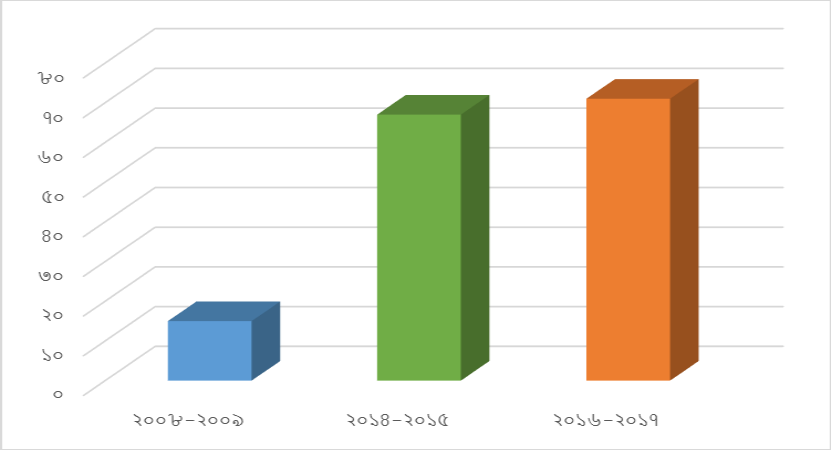

লেখচিত্র (ঘ): ২০১৬-২০১৭ সালে কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদেপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও বিদেশস্থ মিশনে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২ জন কর্মকর্তাসহ ২৭৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন বিধি-বিধান ও এমআরপি এন্ড এমআরভি প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯ জন নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের জন্য ১ মাস ব্যাপি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	ইন হাউস প্রশিক্ষণ	১৯ টি	২৬০ জন
২.	অন্যান্য সংস্থায় প্রশিক্ষণ	৩ টি	১৬ জন
৩.	বিদেশে প্রশিক্ষণ	-	-

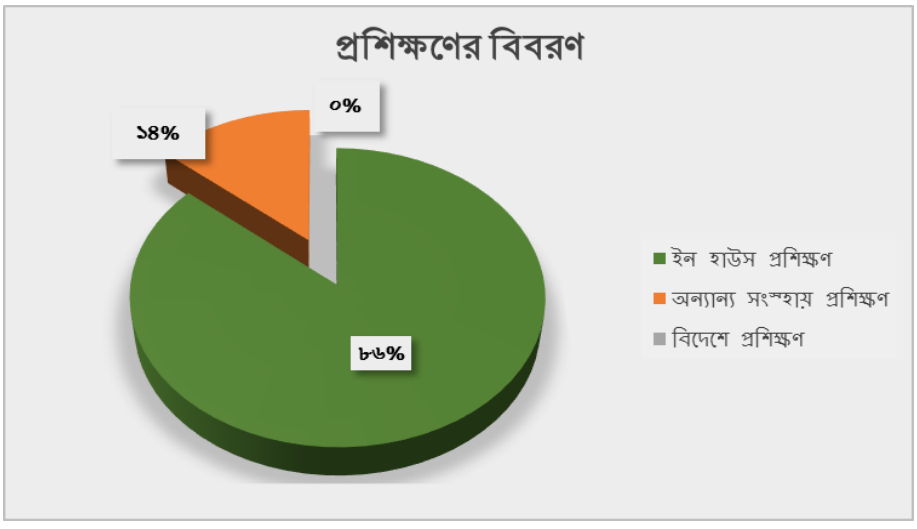

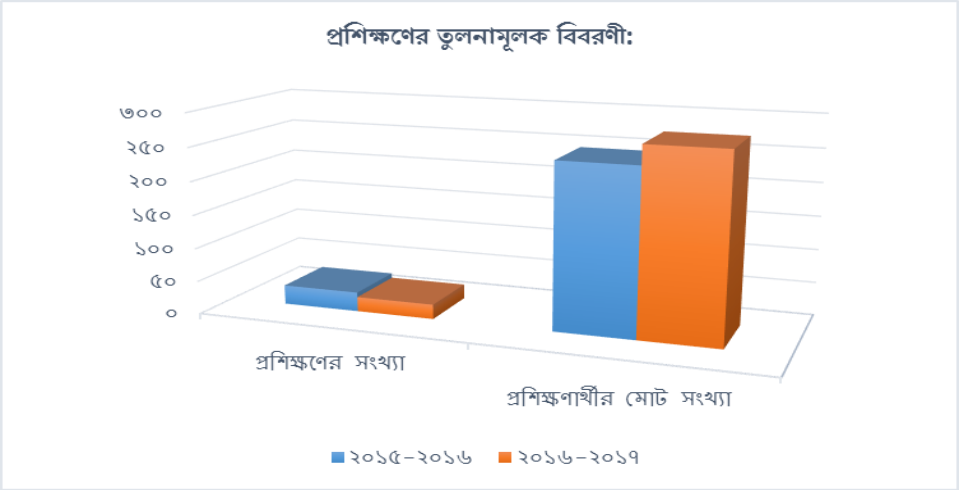

লেখচিত্র (ঙ): ২০১৬-২০১৭ সালে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের কিছু স্থির চিত্র:

কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের কিছু স্থির চিত্র:

সেবা প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী:

ক্র. নং	বিষয়	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর	২০১৬-২০১৭ অর্থবছর
১	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ইস্যু	৩১,৪৩,৩০১টি	৩২,৭৫,৯৫৮টি
২	মেশিন রিডেবল ভিসা ইস্যু	৫০৪০৬টি	১৫৬৬৮০টি
৩	গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৯৮ টি	১৫০৪ টি

১. মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান:

এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবার মান উন্নীত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলায় এমআরপি এবং সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসে এমআরপি ও এমআরভি চালু করা হয়েছে। ফলে জনগণ সহজেই তাদের নিজ নিজ জেলা থেকে পাসপোর্টের আবেদন ও পাসপোর্ট গ্রহণ করতে পারছেন। মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদানের মাধ্যমে ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিদেশস্থ মিশন সমূহ হতে এমআরপি ও এমআরভি প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও সহজে এ সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

২. আন্তর্জাতিক পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণ:

প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট পেতে দীর্ঘ বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ফেডারেল এক্সপ্রেস গত ২ এপ্রিল ২০১৭খ্রিঃ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন

৩. **অনলাইন সেবা:**

সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাসপোর্টের অবস্থান অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. মোবাইলের মাধ্যমে SMS সার্ভিস:

পাসপোর্টের আবেদনের স্ট্যাটাস মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে SMS করে আবেদনপত্রের অবস্থান, পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন। তাছাড়া পাসপোর্ট তৈরী হলে সয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারীর মোবাইলে SMS করা হয়।

৫. অনলাইন ব্যাংকিং:

পাসপোর্টের ফি জমা প্রদানের সুবিধার্থে এবং জালজালিয়াতি প্রতিরোধের নিমিত্তে ৫টি অনলাইন ব্যাংকে (ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়া) পাসপোর্টের ফি জমা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. অসুস্থ, বৃদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক কাউন্টার:

বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অসুস্থ, বৃদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৭. ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন:

পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের দর্শনীয় স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় শর্ত ও তথ্যাবলী প্রর্দশন করা হচ্ছে।

৮. ফেসবুকের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও অভিযোগ প্রতিকার:

ফেসবুকের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের বিভিন্ন তথ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং অভিযোগের প্রতিকার করা হচ্ছে।

৯. গণশুনানি:

প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট প্রার্থীদের অভিযোগ শোনা ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত এক দিন গণশুনানির আয়োজন রাখা হয়েছে।

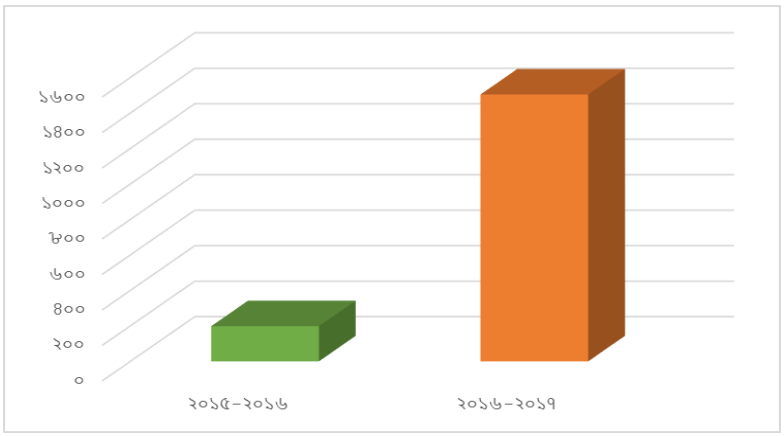

লেখচিত্র (চ): ২০১৬-২০১৭ সালে গণশুনানীর মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ:

১. **ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ**

অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন আঞ্চলিক অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা, তথ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার/স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা, তথ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	পুরস্কার/স্বীকৃতি/সনদ
১	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ সেবা প্রদানকারী স্টলের সম্মাননা সনদ
২	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মাগুরা	ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলায় ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ
৩	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পটুয়াখালী	ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলায় ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ
৪	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জ	ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর
৫	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গা	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর
৬	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পিরোজপুর	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সেরা প্রদর্শনী স্টল
৭	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর হিসেবে ১ম পুরস্কার
৮	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সাতক্ষীরা	তথ্য মেলা ২০১৭ এ অংশগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ স্টল
৯	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, শরীয়তপুর	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর ক্যাটাগরিতে ১ম পুরস্কার
১০	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ফেনী	ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণের সনদ
১১	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জামালপুর	উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে "সেবা কর্নার" ক্যাটাগরিতে বিশেষ পুরস্কার
১২	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জামালপুর	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণের সনদ
১৩	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইল	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণের সনদ
১৪	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, হবিগঞ্জ	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণের সনদ
১৫	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, রাঙ্গামাটি	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় তাৎপর্যপূর্ণ ও জনবান্ধব ই-সেবা উপস্হাপনের সনদ
১৬	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণের সনদ

২. পাসপোর্ট সেবায় ডিজিটাল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি:

প্রতিটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জন্য আলাদা Facebook ID খোলার মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Facebook পেজ এ সিটিজেন চার্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। পাসপোর্ট আবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত নির্দেশাবলীও প্রদর্শন করা হয়েছে। Facebook এর মাধ্যমে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে যা সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। জেলার ওয়েব পোর্টালে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

৩. আইন প্রণয়ন ও বিধি সংশোধন:

পাসপোর্ট আইন ২০১৬ এর খসড়া প্রস্তুত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পাসপোর্ট বিধিমালা-১৯৭৪ এর বিধি ৪ এর উপধারা-২ (আবেদনপত্র সত্যায়নের পদ্ধতি) প্রত্যাহার এবং বিধি-৫ এর উপ-বিধি(১) সংশোধন পূর্বক পাসপোর্টের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর করার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৭' উদযাপন:

''পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার, নিঃস্বার্থ সেবাই অঙ্গীকার" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো ''পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৭" পালন করা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৭" উদ্বোধন করেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি কর্তৃক "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৭" উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র:

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি কর্তৃক "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৭" উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র:

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ :

স্বল্প মেয়াদীঃ

(১) অধিদপ্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন এমআরপি-এমআরভি সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

(২) সেবার মান উন্নতকরণের লক্ষ্যে এমআরপি-এমআরভি কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

(৩) এমআরপি-এমআরভি প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি ডিআইপি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি সময় ছিল ০৫(পাঁচ) বৎসর। যন্ত্রপাতিসমূহে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় এগুলি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। সে জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(৪) এমআরপি-এমআরভি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত সফট্ওয়্যারসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষনের জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে ভেন্ডর নিয়োগ।

(৫) যন্ত্রপাতি, পার্সোনালাইজেশন মেশিন, জেনারেটর, এসি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য Annual Maintenance Contract টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পন্নকরণ।

(৬) পাসপোর্ট আইন যুগোপযোগীকরণ।

(৭) খালি পদসমূহ সরাসরি/ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ।

(৮) নিয়োগবিধি সংশোধন।

(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) পরামর্শক নিয়োগ।

(১১) বাংলাদেশ মিশনসমূহে জনবল পদায়নসহ আহরিত রাজস্ব এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

(১২) একজন লিগ্যাল এডভাইজার নিয়োগ।

(১৩) অধিদপ্তরের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন।

মধ্য মেয়াদী:

(১) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ।

(২) প্রধান কার্যালয়ের জন্য জায়গা নির্ধারণপূর্বক ভবন নির্মাণ।

(৩) আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ।

(৪) পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ।

দীর্ঘ মেয়াদী:

(১) ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়ন।

(২) ইমিগ্রেশন ই-গেইট প্রচলন।

(৩) নিজস্ব পাসপোর্ট ফ্যাক্টরীতে পাসপোর্ট তৈরী।

(৪) ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সমগ্র কার্যক্রমকে এক ছাতার নীচে পরিচালনা করা।